কলকাতার উচ্চ আদালতে
সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার
আপিল সাইড

মাননীয় বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ

ডব্লু. পি. এ. ২০২৩ সালের ৯৫৮৩

রাধারমন কনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যরা

আবেদনকারীদের জন্য: মিঃ অশোক কুমার ব্যানার্জি, আইনজীবী ,
মিঃ অরিজিৎ দে,আইনজীবী

রাজ্যের জন্য: মিঃ সান্তনু কে. মিত্র, আইনজীবী
মিঃ অমর্ত্য পাল, আইনজীবী

ডব্লু বি এম দি টি সি এল এর জন্য:মিঃ সঞ্জয় সাহা, আইনজীবী
মিঃ শুভাশীষ ভট্টাচার্য

শুনানি শেষ হয়েছে:   ১৬.১১.২০২৩
তারিখ: ০৪.১২.২০২৩

বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ :-

১. ১০ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে সহকারী সচিব, শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত আদেশটি রিট পিটিশনে গৃহীত হয়।

২. প্রথম আবেদনকারী হল একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যেটি বালি খনির ব্যবসায় নিয়োজিত এবং দ্বিতীয় আবেদনকারী হল কোম্পানির একমাত্র পরিচালক। মৌজা- মামুদপুর, জেএল নং ৬১, থানা- পাত্রসায়ার (সিল্যা ঘাট), জেলা- বাঁকুড়া-তে বালি খনিজ খনির ইজারা দেওয়ার জন্য ই-নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতা হওয়ায়, এর পক্ষে একটি অভিপ্রায় পত্র জারি করা হয়েছিল।

আবেদনকারী ৯ ই মার্চ, ২০১৭ তারিখে এবং প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, ১৭ ই নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে আবেদনকারীর অনুকূলে খনির ইজারা কার্যকর করা হয়েছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর কর্তৃক জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারী খনির কার্যক্রম পরিচালনা করতে অক্ষম ছিলেন, ২৫শে মার্চ, ২০২১ তারিখে পূর্ব বর্ধমান গলসি থেকে গোহোগ্রাম সড়ক হয়ে আদ্রহাটি হয়ে সমস্ত ধরণের ভারী বোঝাই পণ্যবাহী যানবাহনের চলাচলকে সীমাবদ্ধ করে যা ইজারাদার এলাকায় যোগাযোগের জন্য আবেদনকারীর একমাত্র পথ। ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২২-এ জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞাটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল। যেহেতু আবেদনকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধের কারণে ২৫ ই মার্চ, ২০২১ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত খনির কার্যক্রম পরিচালনা করতে অক্ষম ছিলেন, তাই তিনি বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

৩. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি আবেদনকারীর পক্ষে সম্পাদিত ইজারার দলিলের অংশ - IX এর ধারা ৫ উল্লেখ করেছেন যা প্রমাণ করে যে "ইজারাদাতা / ইজারাদাতাদের পক্ষ থেকে এর কোনও শর্ত ও শর্ত পূরণে ব্যর্থতা ইজারা রাজ্য সরকারকে ইজারাদার/ইজারাদাতাদের বিরুদ্ধে কোনো দাবি দেবে না বা এই লিজের লঙ্ঘন বলে গণ্য করা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের ব্যর্থতাকে বলপ্রয়োগ থেকে উদ্ভূত বলে বিবেচনা করা হয়, এবং যদি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তা পূরণ করা হয় এই ইজারার শর্তাবলীর যেকোনও ইজারাদার / ইজারাদাতা বিলম্বিত হবে, এই ধরনের বিলম্বের সময়কাল এই ইজারা দ্বারা নির্ধারিত সময়ের সাথে যোগ করা হবে। এই ধারায় ফোর্স ম্যাজিউর শব্দের অর্থ ঈশ্বরের কাজ, যুদ্ধ, বিদ্রোহ, দাঙ্গা, নাগরিক বিদ্রোহ, ধর্মঘট, ভূমিকম্প, জোয়ার, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, বজ্রপাত, বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড এবং অন্যান্য ঘটনা, যা ইজারাদার/লেসিরা করতে পারে। যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ না। বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে আবেদনকারী তার পক্ষ থেকে কোনো দোষ না থাকায় বিধিনিষেধের সময় ধরে খনির কাজ চালিয়ে যেতে অক্ষম ছিল কারণ তিনি সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র রুট দিয়ে খনির রিজার্ভ পরিবহন করতে পারেননি। আবেদনকারী এবং অন্যদের সাথে ৭ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে জারি করা একটি চিঠির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে তাদের দুর্দশার কথা জানান।

৪. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বাঁকুড়া, ১৮ ই নভেম্বর, ২০২২-এ সহকারী সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ, খনি শাখা এবং চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন ও ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেডকে একটি চিঠির মাধ্যমে জারি করেন। উল্লেখ করা হয়েছে যে ২৫শে মার্চ, ২০২১ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত আবেদনকারীর বালি খনির কার্যক্রম প্রকৃত অর্থে প্রভাবিত হয়েছিল বিধিনিষেধের বিজ্ঞপ্তির কারণে এবং খনির কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এই অক্ষমতা ইজারাদার/পিটিশনারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলো। রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে আবেদনকারীর দাবি স্বীকার করেছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা একটি অনুকূল বিবেচনার অনুরোধ করেছে।

৫. বিজ্ঞ আইনজীবী এই আদালতকে ৪র্থ উত্তরদাতার জমা দেওয়া হলফনামা আকারে প্রতিবেদনের সাথে আর - ৩ সংযুক্ত করতে নিয়ে গেছেন যা ১৬ জুন, ২০২৩ তারিখের মোটর যানবাহন পরিদর্শকের (নন-টেকনিক্যাল) একটি নোট শীট যা বলে যে সেখানে বাঁকুড়া জেলার মধ্যে এস এইচ -৮ (সোনামুখী ও বাঁকুড়া মোড়, বর্ধমানের মধ্যে সংযোগ সড়ক) যা দিয়ে বালি বোঝাই যানবাহন চলাচল করতে পারে এমন কোনো সংযোগকারী পথ নেই।

৬. বিজ্ঞ কৌঁসুলি উল্লেখ করেছেন যে ১৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে ডব্লু. পি. এ. -তে পাস করা একটি আদেশ অনুসারে ২০২২-এর ২১১৮৬ ছয়ের মধ্যে আবেদনকারীদের জমা দেওয়া প্রতিনিধিত্ব নিষ্পত্তি করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়

ধারা ৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে সপ্তাহ ইজারার দলিলের অংশ - IX পাশাপাশি ২৫ ই মার্চ, ২০২১ এবং ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখে জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলি, বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ৯ ই নভেম্বর, ২০২২ তারিখে গৃহীত একটি আদেশ দ্বারা, আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাখ্যান করে এবং একটি জারি করার নির্দেশ দেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেডের শিল্প, বাণিজ্য ও এন্টারপ্রাইজ বিভাগকে চিঠিটি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করার অনুরোধ করে কারণ খনির কার্যক্রম পরিচালনা করতে অক্ষমতা ইজারাদারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহকারী সচিবের সামনে উত্থাপন করা হয়েছিল, যাকে ৪ ঠা জানুয়ারী, ২০২৩-এ এই আদালত কর্তৃক গৃহীত আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ডব্লু. পি. এ. ২০২২ এর ২৭১৭২।

৭. উল্লিখিত আদেশের সাথে সম্মতিতে, সহকারী সচিব, শিল্প বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ পিটিশনকারীকে শুনানির সুযোগ মঞ্জুর করেছেন এবং ১০ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে প্রত্যাখ্যান করা আদেশ দ্বারা নিম্নোক্ত ভিত্তিতে আবেদনকারীর দ্বারা জমা দেওয়া প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাখ্যান করেছেন: ২৫ ই মার্চ, ২০২১ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত বালি খনি থেকে বালি খননের উপর কোন বিধিনিষেধ ছিল না এবং নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারের পরেও আবেদনকারী / ইজারাদার প্রায় নয় মাস সময় পেয়েছিলেন। বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অন্য রুটে বালি পরিবহনের অনুমতি দেওয়ার জন্য কোনও প্রার্থনা করা হয়নি। আবেদনকারী রিট পিটিশনে উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেন।

৮. খনিজ পরিবহনের বিকল্প পথ নির্দেশ করে উত্তরদাতাদের দ্বারা স্থাপিত গুগল মানচিত্রের তীব্র বিরোধিতা করে, বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে উল্লিখিত মানচিত্রের কোনও প্রমাণযোগ্য মূল্য নেই কারণ কর্তৃপক্ষ নিজেই স্বীকার করেছেন যে বিধিনিষেধের কারণে আবেদনকারীর খনির কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বাঁকুড়া এবং এছাড়াও, উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে কোনও বিকল্প পথ নির্দেশিত হয়নি। আবেদনকারীদের এই ধরনের অক্ষমতা জোরপূর্বক ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং আবেদনকারীরা দলিলের প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে ইজারার মেয়াদ বাড়ানোর অধিকারী। বিজ্ঞ কৌঁসুলি ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর-জেনারেল, গিয়ান প্রকাশ, নয়াদিল্লি এবং অন্য ভি/এস-এর কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করেছেন। কে.এস. জগন্নাথন এবং অন্য একজন রিপোর্ট করেছেন (১৯৮৬) ২টি সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৬৭৯ এবং মহিন্দর সিং গিল এবং আরেকটি বনাম। প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নয়াদিল্লি এবং অন্যান্যরা (১৯৭৮) ১ সুপ্রিম কোর্টে তার বিরোধের সমর্থনে ৪০৫ মামলার রিপোর্ট করেছেন।

৯. দ্বিতীয় উত্তরদাতার দ্বারা জমা দেওয়া হলফনামা আকারে প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত গুগল মানচিত্রের উপর নির্ভরতা স্থাপন করে, ৭ তম উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন যে খন্ডঘোষের মাধ্যমে একটি বিকল্প পথ ছিল, যা আবেদনকারীর দ্বারা উপকৃত হয়নি। বিজ্ঞ কৌঁসুলি খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও প্রবিধান) আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ৩ (ডি) উল্লেখ করেছেন যা "খনন কার্যক্রম" কে যে কোনো খনিজ জয়ের উদ্দেশ্যে করা যে কোনো অপারেশন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। বিজ্ঞ আইনজীবী, তার স্বাভাবিক ন্যায্যতায়, স্বীকার করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ বালি খনির নীতি, ২০২১ বর্তমান মামলার জন্য প্রযোজ্য নয়। বিজ্ঞ আইনজীবী অনুসারে, আবেদনকারী স্ট্যাক করার অনুমতির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে ব্যর্থ হন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনর মিনারেল কনসেশন রুলস, ২০১৬-এর ফর্ম ডি -এর অংশ - II (৬) এর পরিপ্রেক্ষিতে যখন চলাচলের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল তখন তাঁর দ্বারা খনন করা হয়েছিল।

১০. রাজ্যের উত্তরদাতাদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী ৭ তম উত্তরদাতার পক্ষে করা দাখিলটি গ্রহণ করেছেন।

১১. ১৭ই নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের ইজারার দলিলের মাধ্যমে আবেদনকারীর অনুকূলে পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছিল। ২৫ শে মার্চ, ২০২১-এ জারি করা বিজ্ঞপ্তিটি আড়াহাটি হয়ে গলসি থেকে গোহোগ্রাম সড়ক হয়ে সমস্ত ধরণের ভারী বোঝাই পণ্যবাহী যানবাহনের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০২২-এ জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞাটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল৷ এটি বিতর্কিত নয় যে আবেদনকারী উক্ত সময়কালে, অর্থাত্ ২৫শে মার্চ, ২০২১ থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত খনির কাজ চালিয়ে যেতে অক্ষম ছিলেন৷ এই ধরনের তথ্য রয়েছে৷ আবেদনকারীর জমা দেওয়া প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করে ১৮ই নভেম্বর, ২০২২-এ জারি করা তাঁর চিঠিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বাঁকুড়া কর্তৃক স্বীকার/স্বীকার করা হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে ২৫ ই মার্চ, ২০২১ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত আবেদনকারীর বালি খনির কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে প্রভাবিত হয়েছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পূর্ব বর্ধমান কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তির কারণে এবং খনির কার্যক্রম পরিচালনা করতে অক্ষমতা আবেদনকারীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল/ ইজারাদার বিষয়টি বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য শিল্প, বাণিজ্য ও এন্টারপ্রাইজ বিভাগ, খনি শাখা এবং চেয়ারম্যান, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেডের কাছে ১৬ জুন, ২০২৩ তারিখের মোটর যানবাহন পরিদর্শকের (নন-টেকনিক্যাল) একটি নোট শীট পাঠানো হয়েছিল।

এছাড়াও দেখায় যে বাঁকুড়া জেলার মধ্যে এস এইচ -৮ (সোনামুখী এবং বাঁকুড়া মোড়, বর্ধমানের মধ্যে সংযোগকারী পথ) যা দিয়ে বালি বোঝাই যানবাহন চলাচল করতে পারে এমন কোনও সংযোগকারী পথ নেই। অন্য কথায়, নোট শীট সত্য নিশ্চিত করে যে রাস্তা যা শর্তাবলী বন্ধ ছিল ২৫শে মার্চ, ২০২১ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে, খনির রিজার্ভ পরিবহনের জন্য আবেদনকারীর জন্য উপলব্ধ একমাত্র রুটটি ছিল।

১২. উত্তরদাতাদের দ্বারা নির্ভর করা গুগল ম্যাপ স্পষ্টভাবে ইজারাদার প্লটের কোন বিকল্প পথ নির্দেশ করে না এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্বে নথিভুক্ত করা ভর্তির পরিপ্রেক্ষিতে, মানচিত্রটি এই বিষয়ে উত্তরদাতাদের কোন সাহায্য করতে পারে না।

১৩. এই মুহুর্তে, ইজারার দলিলের অংশ - IX এর ৫ নং ধারাটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যা গণনা করে যে যদি জোরপূর্বক ঘটনার মাধ্যমে, ইজারাদারের দ্বারা ইজারার শর্তাবলীর যেকোনও পূর্ণতা বিলম্বিত হয়, এই ধরনের বিলম্বের সময়কাল ইজারা দ্বারা নির্ধারিত সময়ের সাথে যোগ করা হবে। অভিব্যক্তি "ফোর্স ম্যাজেউর" এমন পরিস্থিতিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা ইজারাদার যুক্তিসঙ্গতভাবে করতে পারে না প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ ।

১৪. হাতে থাকা মামলায়, এটি বিতর্কিত নয় যে ২৫শে মার্চ, ২০২১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির কারণে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা আবেদনকারীর প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, যেমনটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বাঁকুড়াও স্বীকার করেছেন। সহকারী সচিবের আদেশে এই বিষয়টি মোটেও মোকাবিলা করা হয়নি। ২৫ মার্চ, ২০২১ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত তার নিয়ন্ত্রণের বাইরের কারণে এবং তার পক্ষ থেকে কোনও দোষ না থাকার কারণে আবেদনকারী খনন কার্যক্রম পরিচালনা করতে অক্ষম ছিলেন এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, তিনি ধারা ৫ এর অধীনে প্রদত্ত সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। ইজারা দলিলের IX অংশ। পরিস্থিতি

দরখাস্তকারীর "ফোর্স ম্যাজিওর" এর সংজ্ঞার আওতায় রয়েছে এবং আবেদনকারী আরোপিত হওয়ার কারণে হারানো অতিরিক্ত সময় পাওয়ার অধিকারী সীমাবদ্ধতা।

১৫. উত্তরদাতাদের জন্য শিক্ষিত কৌঁসুলি এই আদালতকে ১৯৫৭ সালের আইনের ৩ (ঘ) ধারায় নিয়ে গেছেন যা খনির অভিযানকে সংজ্ঞায়িত করে যে কোনও খনিজ জয়ের উদ্দেশ্যে করা কোনও অপারেশন হিসাবে৷ একই সময়ে, ইজারা দলিলের অংশ – II-এর ধারা ১ দেখতে হবে৷ এই ধারাটি নিম্নরূপ: - "স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা এই মেয়াদে সর্বদা উল্লিখিত জমিগুলিতে প্রবেশ এবং খনি অনুসন্ধান, বোর, খনন, জয়ের জন্য ড্রিল, কাজের পোশাক, প্রক্রিয়া, রূপান্তর, বহন এবং নিষ্পত্তি করার জন্য মৃত্যুবরণ করা হয়েছে। উল্লিখিত খনিজ "অতএব আবেদনকারী / ইজারাদাতা খনিজটি জিতে নেওয়ার পাশাপাশি বহন করার এবং নিষ্পত্তি করার অধিকারী। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের স্বাধীনতা হ্রাস করা হয়েছিল।

১৬. ৭ তম উত্তরদাতার জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে আবেদনকারী ২০১৬ বিধির ফর্ম -এর দ্বিতীয় অংশ (৬) এর পরিপ্রেক্ষিতে নিষেধাজ্ঞার সময় খনিজ স্তুপের জন্য অনুমতি চাননি। এটা মনে হয় যে কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল যাতে সীমাবদ্ধতা প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হয় যাতে আবেদনকারীকে খনির কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত উল্লিখিত চিঠিগুলিতে মনোযোগ দেওয়া হয়নি। সুতরাং পিটিশনকারীর বিরোধকে কেবলমাত্র এই ভিত্তিতে সরিয়ে দেওয়া যাবে না যে আবেদনকারী ২০১৬-এর ফর্ম - ডি-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ধারা ৬-এর শর্তে তাকে প্রদত্ত স্বাধীনতা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছেন নিয়ম।

১৭. বাতিল করা আদেশটি আবেদনকারীর অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করে

নিম্নলিখিত ভিত্তি: -

i . বালির খনি থেকে বালু উত্তোলনে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না ২৫ই মার্চ, ২০২১ থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত;

ii ভারী যানবাহন চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার পরও আবেদনকারী প্রায় নয় মাস সময় পেয়েছেন; এবং

iii তিনি বাঁকুড়ার জেলাশাসকের কাছে কোনো প্রার্থনা করেননি তাকে নিষেধাজ্ঞার অধীনে সময়ের জন্য একটি ভিন্ন রুটে বালি পরিবহনের অনুমতি দিন।

১৫. এটা সত্য যে প্রশ্নোত্তর সময়কালে বালি খননের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু এই আদালত বুঝতে ব্যর্থ হয় কিভাবে আবেদনকারী উক্ত সময়কালে খনির কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারতেন যখন তিনি উপাদান পরিবহনে অক্ষম ছিলেন। উল্লিখিত সত্যটি প্রকৃতপক্ষে কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকার করা হয়েছে যা রেকর্ড করেছে যে বিধিনিষেধের বিজ্ঞপ্তির কারণে আবেদনকারীর বালি খনির কার্যক্রম প্রকৃতভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যেহেতু বিজ্ঞপ্তির কারণে খনিজ সংরক্ষণের পরিবহনের জন্য একমাত্র সংযোগকারী রুটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

১৬. নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পরেও ইজারার অবশিষ্ট সময় রয়ে গেছে। কিন্তু এটি দলিলেরই খণ্ড IX এর ধারা ৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে বিধিনিষেধ আরোপের কারণে হারানো ইজারার মেয়াদ বাড়ানো থেকে আবেদনকারীকে ছিন্ন করে না। এছাড়াও, যেহেতু আবেদনকারীকে বালি পরিবহনের অনুমতি দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিক অনুরোধ করা হয়েছিল, তাই এটা বলা যায় না যে আবেদনকারী এই বিষয়ে চুপ করে বসেছিলেন এবং বিলম্বিত পর্যায়ে একই আন্দোলন বেছে নিয়েছিলেন। সহকারী সচিব কর্তৃক নির্ধারিত ভিত্তি

খনির ইজারা বাড়ানোর জন্য আবেদনকারীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা সঠিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে নয় এবং ইজারা চুক্তির শর্তের পরিপন্থী।

১৭. চতুর্থ উত্তরদাতা প্রকৃতপক্ষে ১৯ই জুন, ২০২৩ তারিখে জমা দেওয়া হলফনামা আকারে তার প্রতিবেদনে আবেদনকারীর বিরোধ স্বীকার করেছেন এবং শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বালি খনির পরিপ্রেক্ষিতে ইজারা বাড়ানো বা নবায়ন করতে কর্তৃপক্ষের অপারগতা প্রকাশ করেছেন। নীতি, ২০২১।

১৮. এমনকি পুনরুক্তির খরচেও, এটি রেকর্ড করা প্রয়োজন যে ২০২১ নীতির বিধান বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এবং সেইজন্য, লিজ মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের উপর কোন বাধা নেই বলেন নীতি ।

১৯. ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের (সুপ্রা) কর্তৃত্বে মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক গৃহীত হয়েছে যে "ভারতের হাইকোর্ট ২২৬ ধারার অধীনে তাদের এখতিয়ার প্রয়োগ করে তাদের প্রকৃতিতে একটি রিট জারি করার ক্ষমতা রয়েছে আদেশ বা আদেশ জারি করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেখানে সরকার বা সরকারী কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধি বা নিয়ম বা সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রদত্ত বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে বা ভুলভাবে ব্যবহার করেছে বা এই জাতীয় বিচক্ষণতা ব্যবহার করেছে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা বা প্রাসঙ্গিক বিবেচনা এবং উপকরণ উপেক্ষা করে বা এমনভাবে যে এই ধরনের বিচক্ষণতা প্রদানের উদ্দেশ্য বা এই ধরনের বিচক্ষণতা প্রদান করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য নীতিকে হতাশ করে"।

২০. বর্তমান ক্ষেত্রে, যেহেতু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রাসঙ্গিক বিবেচনাগুলি উপেক্ষা করে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনার উপর বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেছে এবং

উপকরণ, ১০শে এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে বাতিল করা আদেশটি আলাদা করে রাখতে হবে। এটি ধরে নেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী ২৫শে মার্চ, ২০২১ থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত হারানো সময়ের জন্য ইজারা বাড়ানোর অধিকারী যে সময় তিনি খনির কাজ চালিয়ে যেতে অক্ষম ছিলেন।

২১. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে রিট পিটিশনটি সফল হয়।

২২. সেই অনুযায়ী, ডব্লু. পি. এ. ২০২৩ এর ৯৫৮৩ অনুমোদিত।

২৩. সহকারী সচিব, শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ, এখানে দ্বিতীয় উত্তরদাতা হওয়ায়, ১৮ই আগস্ট, ২০২২ তারিখে আবেদনকারীর দ্বারা জমা দেওয়া প্রতিনিধিত্বের অনুমতি দেওয়ার জন্য এবং যে সময়ের জন্য আবেদনকারী অক্ষম ছিলেন সেই সময়ের জন্য ইজারার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খনন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে (২৫শে মার্চ, ২০২১ থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২)। এই রায় প্রকাশের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে পুরো অনুশীলন শেষ করতে হবে।

২৪. তবে খরচের ব্যাপারে কোন আদেশ থাকবে না।

২৫. যেহেতু কোন হলফনামা আমন্ত্রণ জানানো হয় না, তাই রিট পিটিশনে থাকা অভিযোগগুলি গ্রাহ্য করা হবে না বলে মনে করা হয়।

২৬. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে স্বাভাবিক আনুষ্ঠানিকতা মেনে দলগুলোকে দ্রুতগতিতে সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি শুভ্র ঘোষ)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।